বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২

WORLD RABIES DAY SEPTEMBER 28

মুজিববর্ষে স্বাস্থ্যখাত এগিয়ে যাবে অনেক ধাপ

জলাতঙ্ক: মৃত্যু আর নয় সবার সাথে সমন্বয়

বিশ্বে ক্রোড়পত্র, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২, বুধবার

সার্বিক সমন্বয় ও সহযোগিতায় : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

বাণী

১৩ আশ্বিন ১৪২৯
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ ইং

সার্বজনীন ও আধুনিক মানবসম্পদ স্বাস্থ্যব্যবস্থা প্রবর্তনের জঙ্গীকার নিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস ২০২২' উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ বছর বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবসের প্রতিপাদ্য 'Rabies: One Health, Zero Deaths' অর্থাৎ 'জলাতঙ্ক: মৃত্যু আর নয়, সবার সাথে সমন্বয়' বর্তমানে খুবই প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি।

জলাতঙ্ক একটি প্রাণিবাহিত রোগ। এ রোগে আক্রান্ত পশু বিশেষ করে শেয়াল, কুকুর, বাদুড় ইত্যাদির কামড়ে মানুষের মধ্যে জলাতঙ্ক সংক্রমিত হয়। যথাসময়ে চিকিৎসা দেওয়া না হলে জলাতঙ্ক প্রাণঘাতী হয়ে পড়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে বর্তমানে বছরে প্রায় ৫৯,০০০ মানুষ এ রোগে মৃত্যুবরণ করে। সঠিক সময়ে চিকিৎসা করলে জলাতঙ্ক শতভাগ নিরাময় করা সম্ভব।

জলাতঙ্ক প্রতিরোধে সরকার জেলা সদর হাসপাতালসহ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জলাতঙ্ক প্রতিরোধী জার্ভাসিন বিনা মূল্যে সরবরাহ করছে। সাধারণ জনগণের মধ্যে জলাতঙ্কের ঝুঁকি পূর্বের তুলনায় শতকরা ৬৮ ভাগ কমে এসেছে। তবে অনাচ্ছাদনহীন, রোগোপলব্ধি অবস্থান, ঘুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর অনিয়ন্ত্রিত আচরণ এবং অপ্রতুল জনবল এগুলো জলাতঙ্কের ঝুঁকি এখনও বিদ্যমান। আমি সচেতনতা বৃদ্ধি, কুসংস্কার দূরীকরণ ও মানুষের আচরণ পরিবর্তনের সরকারের পাশাপাশি দেশবাসীর প্রতিরোধ ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যকর পদক্ষেপ প্রবর্তনের পূর্বাশা জানাই। এবার সাথে যোগ ও সেবাপ্রাপ্তির কুকুর-বেড়ালকে জলাতঙ্কের জার্ভাসিন দেয়ার্‌ও অনুরূপ। সকলের সম্মিলিত প্রয়াস জলাতঙ্ক নির্মূল ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি 'বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস ২০২২' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৩ আশ্বিন ১৪২৯
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২২' উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির প্রতিপাদ্য 'Rabies: One Health, Zero Deaths' অর্থাৎ জলাতঙ্ক: মৃত্যু আর নয়, সবার সাথে সমন্বয়। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য বর্তমানে খুবই প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি।

আমাদের নিরলস চেষ্টার ফলে আমরা জলাতঙ্ক প্রতিরোধে সফলতা অর্জন করেছি। ১৯৯৮-২০০১ সালে যেখানে কার্যকরিভাবে চিকিৎসা চলত কেবলমাত্র ৭ শতাংশ, সেখানে বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৮ শতাংশে। জলাতঙ্ক প্রতিরোধে চিকিৎসা চলছে ৫৭ শতাংশ। ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর আমরা স্বাস্থ্যখাতকে জনগণের সেবাপ্রদানের মূল কেন্দ্রে পরিণত করেছি। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১৮ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ ৫৭ জেলায় ৫৭টি ইউনিট চিকিৎসা ও ইউনিটসহ ৫৭ জেলায় ৫৭টি ডায়ালিসিস ইউনিট স্থাপন করেছি। এর পাশাপাশি প্রত্যন্ত অঞ্চলে ৫৭ জেলায় ৫৭টি ডায়ালিসিস ইউনিট স্থাপন করেছি। আমরা 'জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, ২০১২' প্রণয়ন করেছি, 'সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা' অঙ্গীকার প্রাপ্তির নিরিখে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করেছি। আমাদের সরকার জলাতঙ্ক প্রতিরোধে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণের সাথে সাথে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনগণের রোগ প্রতিরোধে ও নিয়ন্ত্রণের কার্যকর কৌশল বিষয়ক কর্মপরিচালনা, ২০১৮-২০২৫ বাস্তবায়ন করে চলেছে। আমরা দেশের চিকিৎসা সেবার মানোন্নয়ন, সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়ন, চিকিৎসা এবং নার্সিং শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে গণজীবনে প্রশস্ত জনবল সৃষ্টি এবং নিয়োগ, স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়ন বৃদ্ধি প্রসারসহ নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের প্রতিষ্ঠা করেছি, সাধারণ হাসপাতালে ও বিশেষজ্ঞদের হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করেছি। মানুষমাত্রের সামাজিক স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ এমডিজি পুরস্কার, সার্ক-সাফ্‌ পুরস্কার এবং শান্তি পুরস্কার অর্জন করেছে। আমাদের জিডিপি সেক্টরিক পরিকল্পনার গড় আয়ুষ্কাল ৮০ বছরসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন অব্যাহত করেছি। সে অনুযায়ী আমরা প্রবাঁ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় 'প্রাইমারি হেলথকেয়ার সেকটর জন্য বিনিয়োগ' শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি।

আমাদের সরকার দেশের জলাতঙ্ক রোগ মুক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০০৯ সালের পূর্বে প্রতিবছর জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০০ জনের অধিক। ২০১০ সাল থেকে আমাদের সরকার কর্তৃক 'জাতীয় জলাতঙ্ক নির্মূল কর্মসূচি' প্রণয়ন এবং কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে জুলাই ২০২২-এ মৃত্যুর সংখ্যা ১৯ জনে নেমে এসেছে। এমডিজি অর্জনের সাফল্যসহ বাস্তবায়িতব্য এমডিজি ৩.৩ অর্জন এবং জলাতঙ্ক নির্মূলের লক্ষ্যে Global Strategy যে ২০৩০ সালের মধ্যে জলাতঙ্ক মুক্ত বিশ্ব গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। আমরা জেলা সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিনামূল্যে জলাতঙ্ক প্রতিরোধী টিকা সরবরাহ করছি। ব্যাপক হারে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কুকুর ও বিড়ালের জন্য বিনা মূল্যে জলাতঙ্ক প্রতিরোধী টিকাদান এবং সবচা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশকে জলাতঙ্কের ঝুঁকি থেকে মুক্ত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।

আমি বিশ্বাস করি, সকলের সম্মিলিত প্রয়াসেই 'রূপকল্প-২০৪১' বাস্তবায়নকালে বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হব।

আমি 'বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২২' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

বাণী

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২২' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

জলাতঙ্ক একটি প্রাণিবাহিত রোগ। এ রোগে মৃত্যুহারের শতভাগ। পৃথিবীতে প্রতি ১০ মিনিটে একজন মানুষ জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যু বরণ করে। এশিয়া ও আফ্রিকা অঞ্চলে জলাতঙ্ক রোগীর সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেলেও বাংলাদেশে এ সংখ্যা ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেয়েছে।

আমাদের বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সাল থেকে স্বাস্থ্য সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা দেশের সার্বিক স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন ব্যাপক লক্ষ্যণীয় নিয়েছি। ২০১৯ পূর্বর্তী সময়ে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত মৃত্যুর সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০০ জন। সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় জলাতঙ্ক নির্মূল কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়নে বর্তমানে মৃত্যুর সংখ্যা দুই ডিজিটে নেমে এসেছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে জলাতঙ্ক রোগের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে সরকারের প্রতিটি জেলা সদর হাসপাতালে একটি করে জলাতঙ্ক নিয়ন্ত্রণ ও নির্ণয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকেও বিনামূল্যে জলাতঙ্ক প্রতিরোধী জার্ভাসিন সরবরাহ করা হচ্ছে। জলাতঙ্ক নির্মূল ইতোমধ্যে দেশ জুড়ে এর ব্যাপক ব্যাপকহারে কুকুরের টিকাদান কর্মসূচি (এমডিসি) বাস্তবায়ন করা হয়েছে পর্যায়ক্রমে সারাদেশে আরো দুই ধাপে ব্যাপক হারে কুকুরের টিকাদান কর্মসূচি পরিচালিত হবে।

আমরা জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধে ও নিয়ন্ত্রণের জন্য জনগণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি।

বাংলাদেশসহ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সকল সদস্য দেশ ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবী থেকে জলাতঙ্ক রোগ সির্মূলে একযোগে কাজ করতে সমর্থ হয়েছে। এরই প্রাথমিকপ্রস্তুতি হিসেবে বেশ কেতে জলাতঙ্ক নির্মূলের লক্ষ্যে সরকার জাতীয় জলাতঙ্ক নির্মূল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

আমি 'বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২২' এর সার্বিক সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জাহিদ মালেক, এমপি

বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস ২০২২

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস' পালিত হবে। এবারে দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় 'Rabies: One Health, Zero Deaths' যার বাংলা অনুবাদ জলাতঙ্ক: মৃত্যু আর নয়, সবার সাথে সমন্বয়। এ প্রতিপাদ্য প্রকাশ করেছে জলাতঙ্ক প্রতিরোধে ও নিয়ন্ত্রণে প্রাণিসেবা বিভাগের কার্যক্রম এবং মানুষের মধ্যে জলাতঙ্ক রোগের একটি প্রাণঘাতি বিষয়। জলাতঙ্ক রোগের প্রাণিবাহক হচ্ছে শেয়াল, কুকুর, বাদুড় ইত্যাদি। জলাতঙ্ক রোগ একটি প্রাণিবাহিত রোগ। এ রোগে আক্রান্ত পশু বিশেষ করে শেয়াল, কুকুর, বাদুড় ইত্যাদির কামড়ে মানুষের মধ্যে জলাতঙ্ক সংক্রমিত হয়। যথাসময়ে চিকিৎসা দেওয়া না হলে জলাতঙ্ক প্রাণঘাতী হয়ে পড়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে বর্তমানে বছরে প্রায় ৫৯,০০০ মানুষ এ রোগে মৃত্যুবরণ করে। সঠিক সময়ে চিকিৎসা করলে জলাতঙ্ক শতভাগ নিরাময় করা সম্ভব।

বাংলাদেশ সরকার জলাতঙ্ক প্রতিরোধে ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে জলাতঙ্ক প্রতিরোধী জার্ভাসিন বিনা মূল্যে সরবরাহ করছে। বাংলাদেশ সরকার জলাতঙ্ক প্রতিরোধে ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে জলাতঙ্ক প্রতিরোধী জার্ভাসিন সরবরাহ করছে। এর ফলে জনগণের মধ্যে জলাতঙ্কের ঝুঁকি পূর্বের তুলনায় শতকরা ৬৮ ভাগ কমে এসেছে। তবে অনাচ্ছাদনহীন, রোগোপলব্ধি অবস্থান, ঘুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর অনিয়ন্ত্রিত আচরণ এবং অপ্রতুল জনবল এগুলো জলাতঙ্কের ঝুঁকি এখনও বিদ্যমান। আমি সচেতনতা বৃদ্ধি, কুসংস্কার দূরীকরণ ও মানুষের আচরণ পরিবর্তনের সরকারের পাশাপাশি দেশবাসীর প্রতিরোধ ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যকর পদক্ষেপ প্রবর্তনের পূর্বাশা জানাই। এবার সাথে যোগ ও সেবাপ্রাপ্তির কুকুর-বেড়ালকে জলাতঙ্কের জার্ভাসিন দেয়ার্‌ও অনুরূপ। সকলের সম্মিলিত প্রয়াস জলাতঙ্ক নির্মূলে ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি 'বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস ২০২২' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ডা. এ.কে. শোমেন মহাজন, ডেপুটি মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
প্রধান কার্যালয়ের চিকিৎসা কর্মকর্তা (সিএমও), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

বাণী

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ ইং 'বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস ২০২২' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

'বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস ২০২২' এর প্রতিপাদ্য বিষয় 'Rabies: One Health, Zero Deaths' অর্থাৎ জলাতঙ্ক: মৃত্যু আর নয়, সবার সাথে সমন্বয় যা অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং জাতীয়পর্যায় বলে মনে করি।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও মানুষের মধ্যে সুকুমার জলাতঙ্ক রোগ নির্মূলের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ২০১১ সাল থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। পদক্ষেপ গুলোর মধ্যে জেলা সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মানুষের বিনামূল্যে টিকাদান, বিনামূল্যে জার্ভাস ইমিউনোগ্লোবিউলিন (RIG) সরবরাহ, কুকুর টিকাদান কর্মসূচি, মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের সুফল হিসেবে দেশবাসী পেতে শুরু করেছে। জলাতঙ্ক রোগ নির্মূল অভিযানের টেকসই রূপ দিতে হলে জনগণের সহযোগ প্রাপ্তি কাম্যের আধুনিক চিকিৎসা ও জার্ভাসিন প্রদানে উন্নত করতে হবে, বেশি রোগে মৃত্যুর হার অগ্রাধিকারপর্যায়ে কমেছে। বাংলাদেশের পরিচালিত কুকুর জার্ভাসিনেশন কর্মসূচি পৃথিবীবাসী প্রশংসিত হয়েছে। দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে রোগটি যাতাকুলার ডাক্তারদের মাধ্যমে বেশ কিছু দেশে প্রতিরোধ হচ্ছে।

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা ২০৩০ সামনে রেখে বাংলাদেশের জলাতঙ্ক মুক্ত করার প্রচেষ্টায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার জাতীয়পর্যায়ে চিকিৎসা কর্মচারী প্রশিক্ষণ নিরসনসহকে কাজ করে যাচ্ছে।

আমি 'বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস ২০২২' উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক ডা. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম

বাণী

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য অধিদফতর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২২' উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত। এবারের দিবসটির প্রতিপাদ্য 'Rabies: One Health, Zero Deaths' যার বাংলা অনুবাদ জলাতঙ্ক: মৃত্যু আর নয়, সবার সাথে সমন্বয়। এবারের দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে মনে করি।

জলাতঙ্ক রোগ একটি প্রাণিবাহিত রোগ। এ রোগে আক্রান্ত পশু বিশেষ করে শেয়াল, কুকুর, বাদুড় ইত্যাদির কামড়ে মানুষের মধ্যে জলাতঙ্ক সংক্রমিত হয়। যথাসময়ে চিকিৎসা দেওয়া না হলে জলাতঙ্ক প্রাণঘাতী হয়ে পড়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে বর্তমানে বছরে প্রায় ৫৯,০০০ মানুষ এ রোগে মৃত্যুবরণ করে। সঠিক সময়ে চিকিৎসা করলে জলাতঙ্ক শতভাগ নিরাময় করা সম্ভব।

বাংলাদেশ সরকার জলাতঙ্ক প্রতিরোধে ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে জলাতঙ্ক প্রতিরোধী জার্ভাসিন বিনা মূল্যে সরবরাহ করছে। বাংলাদেশ সরকার জলাতঙ্ক প্রতিরোধে ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে জলাতঙ্ক প্রতিরোধী জার্ভাসিন সরবরাহ করছে। এর ফলে জনগণের মধ্যে জলাতঙ্কের ঝুঁকি পূর্বের তুলনায় শতকরা ৬৮ ভাগ কমে এসেছে। তবে অনাচ্ছাদনহীন, রোগোপলব্ধি অবস্থান, ঘুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর অনিয়ন্ত্রিত আচরণ এবং অপ্রতুল জনবল এগুলো জলাতঙ্কের ঝুঁকি এখনও বিদ্যমান। আমি সচেতনতা বৃদ্ধি, কুসংস্কার দূরীকরণ ও মানুষের আচরণ পরিবর্তনের সরকারের পাশাপাশি দেশবাসীর প্রতিরোধ ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যকর পদক্ষেপ প্রবর্তনের পূর্বাশা জানাই। এবার সাথে যোগ ও সেবাপ্রাপ্তির কুকুর-বেড়ালকে জলাতঙ্কের জার্ভাসিন দেয়ার্‌ও অনুরূপ। সকলের সম্মিলিত প্রয়াস জলাতঙ্ক নির্মূলে ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি 'বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস ২০২২' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ডা. মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা

বাণী

সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রতিবছরের ন্যায় এবারের সরাবিশ্বে পাশাপাশি বাংলাদেশেও প্রতি সেপ্টেম্বর 'বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২২' পালিত হচ্ছে। এ বছরে জলাতঙ্ক দিবসের প্রতিপাদ্য Rabies: One Health, Zero Deaths অর্থাৎ জলাতঙ্ক: মৃত্যু আর নয়, সবার সাথে সমন্বয়। ২০৩০ সালের মধ্যে এমডিজি (SDG) এর অন্যতম জলাতঙ্ক নির্মূল একটি অগ্রগণ্য বিষয়।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে সংবিধানে জীবন ধারণের অন্যান্য মৌলিক উপাদানের সাথে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি অন্যান্য মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে সরকার স্বাস্থ্য সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। আমরা জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, ২০১২ প্রণয়ন করেছি, 'সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা' অঙ্গীকার প্রাপ্তির নিরিখে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করেছি। আমাদের সরকার জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধে ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে জলাতঙ্ক প্রতিরোধী জার্ভাসিন বিনা মূল্যে সরবরাহ করছে। আমরা দেশের চিকিৎসা সেবার মানোন্নয়ন, সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়ন, চিকিৎসা এবং নার্সিং শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে গণজীবনে প্রশস্ত জনবল সৃষ্টি এবং নিয়োগ, স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়নবৃদ্ধি প্রসারসহ নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। মানুষমাত্রের সামাজিক স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ এমডিজি পুরস্কার, সার্ক-সাফ্‌ পুরস্কার এবং শান্তি পুরস্কার অর্জন করেছে। আমাদের জিডিপি সেক্টরিক পরিকল্পনার গড় আয়ুষ্কাল ৮০ বছরসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন অব্যাহত করেছি। সে অনুযায়ী আমরা প্রবাঁ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় 'প্রাইমারি হেলথকেয়ার সেকটর জন্য বিনিয়োগ' শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি।

আমাদের সরকার দেশের জলাতঙ্ক রোগ মুক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০০৯ সালের পূর্বে প্রতিবছর জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০০ জনের অধিক। ২০১০ সাল থেকে আমাদের সরকার কর্তৃক 'জাতীয় জলাতঙ্ক নির্মূল কর্মসূচি' প্রণয়ন এবং কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে জুলাই ২০২২-এ মৃত্যুর সংখ্যা ১৯ জনে নেমে এসেছে। এমডিজি অর্জনের সাফল্যসহ বাস্তবায়িতব্য এমডিজি ৩.৩ অর্জন এবং জলাতঙ্ক নির্মূলের লক্ষ্যে Global Strategy যে ২০৩০ সালের মধ্যে জলাতঙ্ক মুক্ত বিশ্ব গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছি।

আমরা জেলা সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিনামূল্যে জলাতঙ্ক প্রতিরোধী টিকা সরবরাহ করছি। ব্যাপক হারে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কুকুর ও বিড়ালের জন্য বিনা মূল্যে জলাতঙ্ক প্রতিরোধী টিকাদান এবং সবচা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশকে জলাতঙ্কের ঝুঁকি থেকে মুক্ত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।

আমি বিশ্বাস করি, সকলের সম্মিলিত প্রয়াসেই 'রূপকল্প-২০৪১' বাস্তবায়নকালে বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হব।

আমি 'বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২২' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ড. মো: আনোয়ার হোসেন হাওলাদার

বাণী

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদফতর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ ইং 'বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস ২০২২' যথাযোগ্য উদ্‌যাপনে আমি স্বাগত জানাই।

'বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস ২০২২' এর প্রতিপাদ্য বিষয় 'Rabies: One Health, Zero Deaths' অর্থাৎ জলাতঙ্ক: মৃত্যু আর নয়, সবার সাথে সমন্বয় যা অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং জাতীয়পর্যায় বলে মনে করি।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও মানুষের মধ্যে সুকুমার জলাতঙ্ক রোগ নির্মূলের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদফতর ২০১১ সাল থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। পদক্ষেপ গুলোর মধ্যে জেলা সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মানুষের বিনামূল্যে টিকাদান, বিনামূল্যে জার্ভাস ইমিউনোগ্লোবিউলিন (RIG) সরবরাহ, কুকুর টিকাদান কর্মসূচি, মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের সুফল হিসেবে দেশবাসী পেতে শুরু করেছে। জলাতঙ্ক রোগ নির্মূল অভিযানের টেকসই রূপ দিতে হলে জনগণের সহযোগ প্রাপ্তি কাম্যের আধুনিক চিকিৎসা ও জার্ভাসিন প্রদানে উন্নত করতে হবে, বেশি রোগে মৃত্যুর হার অগ্রাধিকারপর্যায়ে কমেছে। বাংলাদেশের পরিচালিত কুকুর জার্ভাসিনেশন কর্মসূচি পৃথিবীবাসী প্রশংসিত হয়েছে। দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে রোগটি যাতাকুলার ডাক্তারদের মাধ্যমে বেশ কিছু দেশে প্রতিরোধ হচ্ছে।

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা ২০৩০ সামনে রেখে বাংলাদেশের জলাতঙ্ক মুক্ত করার প্রচেষ্টায় স্বাস্থ্য অধিদফতর রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার জাতীয়পর্যায়ে চিকিৎসা কর্মচারী প্রশিক্ষণ নিরসনসহকে কাজ করে যাচ্ছে।

আমি 'বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস ২০২২' উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

ডা. মো: আবুল কালাম আজাদ

বাণী

মহাপরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

সকলের জন্য নিরাপদ পর্যাপ্ত এবং মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ সরবরাহের নিশ্চিতকল্পে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অভিলাষ। এই উদ্দেশ্য পূরণ করার মধ্যে প্রাণিসম্পদ খন্ডাশয়ের দিক সিপ্রশিসহায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর জনগণের জন্য নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন, প্রাণি রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, মানুষসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার নিমিত্তকাজে কাজ করে যাচ্ছে।

জলাতঙ্ক ভাইরাস জনিত একটি ভয়াবহ জুনোটিক রোগ। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ৯৩% মানুষের সংক্রমিত জলাতঙ্কের জন্য কুকুরের দায়ি করা হয়। আমাদের বিজ্ঞান, বেশী, শিক্ষক, গবেষকগণের অন্যান্য মানুষের প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের জন্য প্রাণিজ রোগের প্রতিরোধ করে যাচ্ছে। সারা বিশ্বের ন্যায় এই রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহ WOAH, WHO, USCDC ও FAO এর সহযোগিতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং বেসরকারি সংস্থা সমূহের সহযোগিতায় কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২২ : এবারের প্রতিপাদ্য 'Rabies: One Health, Zero Deaths' অর্থাৎ জলাতঙ্ক: মৃত্যু আর নয়, সবার সাথে সমন্বয়'। সুস্থতা মানব স্বাস্থ্য ও প্রাণি স্বাস্থ্যের সমন্বয় স